প্রবঞ্চক

নারায়ণ সান্যাল

www.MurchOna.com

দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা ৭০০০৭৩

কৈফিয়ৎ

বইটির নামকরণ নিয়ে মহা ঝামেলা ভোগ করতে হয়েছে।

সুধাংশু, মানে এ বইয়ের প্রকাশকের প্রবল আপত্তি ছিল নামটাতে। অথচ কেন যে তার আপত্তি সে কথা কিছুতেই স্বীকার করবে না। শেষে ''বাবু'', মানে ওর ছোট ভাই, একদিন জনান্তিকে সেটা জানিয়ে দিল আমাকে। বললে, ব্যাপারটা কী জানেন? দাদা তো ঐ দূরের টেবিলে বসে কাজ করে, কিন্তু কাউন্টারের কথাবার্তা সবই শুনতে পায়। ক্রেতা এসে যখন আপনার বইগুলো চায়, দাদা মনে মনে গজরায়। খদ্দের হচ্চে লক্ষ্মী, দাদা ওদের কিছু বলতেও পারে না ...

আমি তো বিশ-বাঁও জলে। বলি, কী বলছ মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না!

— মানে কাউন্টারে এসে ওরা আপনার বইগুলো চায় তো? শুনতে খারাপ লাগবে না?

— খারাপ লাগবে? কেন?

— আপনি বুঝছেন না। সবারই ঘরে ফেরার তাড়া। সংক্ষেপে হাঁকাড় পাড়ে : 'আমাকে একখানা বিশ্বাসঘাতক নারায়ণ সান্যাল', 'এদিকে একখান না-মানুষ নারায়ণ সান্যাল', কিংবা 'রাস্কেল নারায়ণ সান্যাল'! শুনতে খারাপ লাগবে না?

তা বটে!

তাই আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—দে'জ-এর কাউন্টারে এ বইটি কিনতে এলে অনুগ্রহ করে সম্পূর্ণ বাক্যটি বলবেন—'নারায়ণ সান্যালের লেখা প্রবঞ্চক দিন'। সংক্ষেপে 'প্রবঞ্চক, নারায়ণ সান্যাল' চেয়ে বসবেন না!

আমি বিকর্ণ—দু-কান কাটা — কিন্তু তাতে সুধাংশুর ব্লাডপ্রেশার বেড়ে যায়।

এ বইতে দুটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী। একটিই যোগসূত্র : প্রবঞ্চনার। চিত্রশিল্প জগতের। বস্তুত এ শতাব্দীর ললিতকলা-জগতের দুটি বৃহত্তম প্রবঞ্চনার। কাহিনীর মধ্যেই উল্লেখ করেছি কোন্ কোন্ সূত্র থেকে তথ্যগুলি সংগৃহীত।

একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া বাকি আছে।

অ্যাগ্‌নেসের সঙ্গে অটো ফ্রাঙ্ক-এর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ। অটো ফ্রাঙ্ক এ কাহিনীতে প্রক্ষিপ্ত, নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রিনসেনগ্রচ রাস্তার ২৬৫ নম্বর বাড়িটার কথা লিখতে বসে ২৬৩ নং বাড়িটার কথা বাদ দিতে কিছুতেই মন সরল না। সম্প্রতি আমস্টার্ডাম ঘুরে এসেছি। সেই বাড়িটা দেখে এসেছি। রাস্তার মোড়ে সেই পঞ্চদশী প্রাণচঞ্চলা মেয়েটির একটি আবক্ষ মূর্তিও। একতলায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে নানান পোস্টার—প্রদর্শনী। দ্বিতলের ঘরগুলি যুদ্ধকালে যেমন ছিল তেমন ভাবেই সাজানো। য়ুরোপ-ভ্রমণ কাহিনী লিখিনি, হয়তো লেখার সময়ও পাব না।

এটা সেই না-দেখা মেয়েটির প্রতি একটা তির্যক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

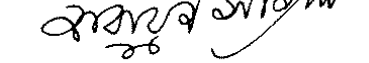

চৈত্র শেষ ১৩৯৩